[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এবং ভাল ছাত্র বলে এলাকায় বেশ পরিচিতি ছিল।

স্থানীয় এবং স্বজনদের কাছ থেকে জানা গেছে, বিগত কয়েকদিন ধরে জিহাদের জ্বর হয়েছিল। গত শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর জিহাদ ক্লান্ত ও জ্বর অবস্থায় তাদের নিজের ধান ক্ষেতে বিষাক্ত ঔষধ স্প্রে করতে যায়। এ অবস্থায় স্প্রে করার কারনে তার সারা শরীর ও নাকে-মুখে কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সে বমি করে, বুকে ও পায়ে ব্যাথার কথা বলে, সেই সাথে শরীরে জ্বরের তীব্রতা দেখা দেয়, আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

একদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে তার পরিবার তাকে নিকটস্থ স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে যান। রুগীর অবস্থা হঠাৎ বেশি খারাপ হওয়ায় এবং অত্যাধিক শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথার কারণে তাকে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে।

জিহাদের বাবা সুরুজ আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, আমার ছেলে মাঠ থেকে ফিরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তাকে দ্রুত চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করি কিন্তু আমার পুত্রের আর শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ৩ তিনটার দিকে সে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে।

৭ম শ্রেণির মেধাবী এই শিক্ষার্থী জিহাদের অকাল মৃত্যুতে গভির শোক জানিয়েছেন আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হক টিটু, সহকারী শিক্ষক ইমরুল কায়েস। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, আমাকে কেউ জানায়নি, তবে আমি লোকমুখে শুনেছি বিষয়টি খোজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। জিহাদের অকাল মৃত্যুতে তার সহপাঠি ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জীবননগরে পানিতে ডুবে দুই

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ছাত্রের প্রাণহানি

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রুত গতিতে মটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো সজিব হোসেন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র।

সজিব হোসেন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার ফুলবাস হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে ধলা-তেঁতুলবাড়িয়া সংযোগ সড়কের মাঠের মাঝখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, নিহত সজিব হোসেন ধলা গ্রাম থেকে মেসিনের খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে মোটরসাইকেল যোগে নিজ গ্রাম তেঁতুলবাড়িয়াতে ফিরছিলেন। গতি বেশী থাকায় দুর্ঘটনাকবলিত এলাকায় গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস জানান, নিহতকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি। নিহতের মরদেহ থানায় নেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

পিতা মাতার অসচেতনতা ও অবহেলায় প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্র কিরন হোসেনের (১১)। সাপের দংশনকে পিঁপড়ায় কামড়িয়েছে মন্তব্য করে

চিকিৎসা না দিয়ে ঘুম পাড়ান তারা। অবশেষে মারা গেলো শিশুটি।

কিরণ হোসেন গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার রহিদুল ইসলামের ছেলে ও কাজীপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ আগষ্ট) ভোররাতের দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি।
আর আগে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে সাপে কাটে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য আজিজুল হক জানান, কিরন রাতে ঘরে ঘুমিয়েছিল । রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে শিশুটির পায়ে সাপে কামড় দেয়। সে ঘুম থেকে জেগে বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে জানান। এটি পিঁপড়ের কামড় বলে ছেলেকে ঘুমাতে বলেন। শেষরাতের দিকে কিরনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন পরিবারের লোকজন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা কিরনের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর পৌর গড়পুকুরে গোসল করতে গিয়ে স্কুল ছাত্র নিহত

মেহেরপুর শহরের পৌর গড়পুকুরে গোসল করতে গিয়ে তৌফিক (১২) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আজ রবিবার (২ জুন) সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে মারা যায় শিশুটি।

নিহত তৌফিক মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া এলাকার তোজাম্মেল হকের ছেলে ও মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, সকাল ১০ টার দিকে নিহত তৌফিক ও তার কিছু বন্ধু মিলে

স্কুল থেকে গড়পুকুরে গোসল করতে নামে। পুকুরে বন্ধুদের সাথে জলকেলি খেলতে গিয়ে অসাবধানতা বসত তৌফিক পানির নিচে তলিয়ে যায়। এসময় ওই পুকুরে গোসলরত অন্যান্য লোকজন খুঁজতে থাকে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফাঁয়ার এন্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছান। ফাঁয়ার সার্ভিসের ষ্টেশন অফিসার শামীম রেজা ও মনিরুল ইসলাম ঘন্টাব্যাপী খোঁজা-খুজির পর তাকে পানির নিচ থেকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন। নিহতের মরদেহ বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

https://www.youtube.com/watch?v=QqeOCGUmLHQ

উল্লেখ্য, মেহেরপুর পৌর গড়পুকুরকে (১১ বিঘা জমির) উপর দাতা সংস্থা এশীয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়েছে।

গড়পুকুরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখন প্রতিদিন হাজার নারী পুরুষ এখানে আসেন। পুকুরের পানিতে গোসল ও জলকেলিতে ব্যাস্ত থাকেন।

এখানে রয়েছে, ঢাল সুরক্ষা বেস্টনি, গণমানুষের জন্য দু’টি পাবলিক টয়লেট, নিরাপত্তা রক্ষীর কামরা, শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা, পুরো গড় এলাকা জুড়ে তৈরী করা হচ্ছে সবুজ বেস্টনি, পুকুরের চতুর্দিকে ওয়াকওয়ে, পুকুরের দক্ষিণ দিকে নির্মাণ করা হচ্ছে নাট্যমঞ্চ, থাকবে চারদিক জুড়ে কংক্রিট বেঞ্চ, দুটি ফুড কর্নার, নারী-পুরুষের জন্য আলাদা চেঞ্জিং রুম, দু’টি কফি হাউজ, গড়ের মাঝখানে ওভারব্রিজ,পুরো পুকুর জুড়ে রয়েছে ৭টি সিঁড়ি, গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা। সাবেক পৌর মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ২০০৮ সালে গড়পুকুরে ক্যাবলকারসহ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তেমন কার্যকর হয়নি।

নিম্নমানের হওয়ায় প্রায় সময় ক্যাবলকার পুকুরের মাঝখানে বন্ধ হয়ে যেত। ফলে বিনোদন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়।

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় স্কুল ছাত্র নি*হত

নানার বাড়িতে এসএসসি পাশের মিষ্টি দিয়ে বাড়ি ফেরা হলোনা জান্নাতুজ্জামান চঞ্চলের (১৬)। মিষ্টি দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় পথেই হলো নিথর।

নিহত জান্নাতুজ্জামান চঞ্চল (১৫) গাংনী উপজেলা চৌগাছা মোল্লাপাড়া গ্রামের রকিবুজ্জামানের ছেলে ও সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র। জান্নাতুজ্জামান চঞ্চল ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। তার ফলাফল জিপিএ ৪.৩৩।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের নিকট ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয় সে।

নিহতের বাবা রাকিবুজ্জামান জানান, গতকাল ছেলে এসএসসি পাশের ফলাফল পেয়েছে। তারা নানীবাড়ি ধলা গ্রামে পরীক্ষার ফলাফলের মিষ্টি দিতে গেছিল।

নিহতের বন্ধু আলিফ জানান, ইজিবাইকে চড়ে আমরা নওপাড়া থেকে গাংনী আসছিলাম। পেছন থেকে একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে অটোর ৪ যাত্রী। মূমূর্ষ অব্স্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আক্তার জানান, হাসপাতালে আনার আগেই সে মারা গেছে। তার মাথায় আঘাত লাগায় প্রচন্ড রক্তক্ষরণে তার মৃতু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারে পুলিশ হাসপাতালে পৌছেছে। ঘটনার পরপরই ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে গেছে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নি*হত ১, আহত ৪

মেহেরপুর-কাথুলী সড়কে দুটি মোটরসাইকেলেরে মুখোমুখি সংঘর্ষে বায়েজিদ হোসেন (১৮) নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও চার জন।

আজ দুপুর ১ টার সময় কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বায়েজিদ সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসি ইসমাইল হোসেনের ছেলে। সে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। আহতরা হলেন-মনোহরপুর গ্রামের মিঠুর ছেলে মোকাদ্দেস, শহরের ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ পাড়ার সাহাবদ্দিনের ছেলে আরিফুল, সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শহিদুল্লাহর ছেলে মহিদুল, আমিরুল ইসলামের ছেলে শ্রাবণ।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় নিহত বায়েজিদ তার বন্ধু মোকাদ্দেন নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি মনোহরপুর থেকে মেহেরপুর শহরে যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকে আরিফুল, মহিদুল ও শ্রাবণ অপর একটি মোটরসাইকেলে বিপরীতে দিকে যাচ্ছিলেন। কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফের কাছে পৌছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বায়েজিদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুটি মোটরসাইকের বাকি চারজন আহত হন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে নিহতের মরদেহ ও আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে মোকাদ্দেসের অবস্থা গুরতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই মোমিন জানান, দুটি মোটরসাইকেলের দ্রতগতি ছিলো। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। নিহতের সুরতহাল রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। পরবর্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল স্কুল ছাত্রের

মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কে গাংনীর আকুবপুর নামক স্থানে বালু বোঝায় ড্রাম ট্রাকের সাথে মোটর সাইকেলের সংঘর্ষে সায়েম নামের এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে তার বন্ধু বকুল।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকসহ চালক আলামিন ও হেলপার মারুফকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহত সায়েম গাংনী উপজেলা মটমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামের হাসেম আলী বিশ্বাসের ছেলে। সে স্থানীয় হাজি ভরস উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় সায়েম ও তার বন্ধু বকুল মোটরসাইকেলযোগে খলিশাকুন্ডি যাচ্ছিলেন। আকুবপুর নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বালু বোঝায় ড্রাম ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই মারাত্মক জখম হয়। দুমড়ে মুচড়ে যায় মোটরসাইকেলটি। স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১১ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সায়েমের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি জব্দ করার পাশাপাশি ড্রাইভার ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে। তবে নিহত ও আহত কারোর পরিবার থেকে এখনও কেউ কোন অভিযোগ করেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরের হিজুলিতে গেমস খেলার দ্বন্দে স্কুল ছাত্রকে কুপিয়ে জখম

পূর্ব বিরোধের জের ধরে শাহিন হোসেন নামের আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দশম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর উপর হামলা করে কুপিয়ে যখম করেছে প্রতিপক্ষরা। আহত শাহিন হোসেন আমঝুপি ইউনিয়নের হিজুলি গ্রামের মালিক হোসেনের ছেলে।

অভিযুক্ত হামলাকারীরা হল একই গ্রামের মহিরের ছেলে আব্দুল্লাহ (২২), আলমগীরের ছেলে ইয়াসিন (২০) এবং ওয়াসিম (২৫)

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দুইটার সময় হিজুলি গ্রামের মসজিদের সামনে এই ঘটনা ঘটে। মোবাইলে ফ্রী ফায়ার গেমস খেলা নিয়ে কয়েক মাস আগে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল বলে জানা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষার অর্থনীতি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হিজুলি মসজিদের সামনে অভিযুক্তরা শাহিনের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। ইতোপূর্বে আব্দুল্লাহ ও তার চাচা লালটু একবার শাহিনের উপর হামলা করেছিল বলে শাহিনের পরিবার ও এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে।

হিজুলি গ্রামের মেম্বার আব্দুল্লাহ বলেন, ‘শাহীন ও আব্দুল্লাহর মধ্যে পূর্ব থেকে শত্রুতা ছিল লোকমুখে শুনেছি, তবে এ ব্যাপার নিয়ে কোন পক্ষই আমার সাথে কথা বলেনি, আগেও একবার মারামারির ঘটনা ঘটেছিল, আজকে আমি এলাকার বাইরে ছিলাম।সন্ধ্যায় বাড়িতে আসার পর ঘটনাটি লোকমুখে জানতে পারি। ‘

শাহিন হোসেন তার বাবা, বড় ভাই ও চাচাকে সঙ্গে নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে এসে অভিযোগ করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নেয়ার পর হাসপাতাল থেকে টিকিটে পুলিশ কেস লিখে দেয়া হলেও থানায় গেলে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ কোন অভিযোগ নেয়নি।

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে মেহেররপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যার্থ হয়ে প্রতিবেদক স্বশরীরে থানায় গিয়ে জানতে পারে তিনি আমঝুপিতে